দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...25 MAR 198...
পৃষ্ঠা... ... ৮ কলাম ৩ ... ...

032

শিক্ষাঙ্গন

প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা সুযোগ নয়— অধিকার। শিক্ষা শব্দটি মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত। জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাশীল সকলেই এর অমোঘ শক্তি ও উপকারিতার কথা স্বীকার করেছেন। শিক্ষা আজীবন সাধনার বিষয়।

ইংরেজী 'এডুকেশন' শব্দটি ল্যাটিন "এডুকেটাম", (Educatum) 'এডুকেয়ার' (Educare) ও 'এডুসেয়ার' (Educere)-এর পরিবর্তিত রূপ। 'এডুকেটাম' ও 'এডুকেয়ার' শব্দ দুটোর অর্থ হলো বের করা, প্রশিক্ষণ দেয়া, লালন-পালন করা, পরিপুষ্ট সাধন করা এবং পরিচালিত করা। আর 'এডুসেয়ার' শব্দের অর্থ হলো ভেতর থেকে পরিবর্তন আনয়ন করা, আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর পরিপুষ্ট সাধন করা। কাজেই বুৎপত্তিগত অর্থে যা মানব শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে সহায়তা করে তা-ই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা মানব শিশুর মন, শরীর, হৃদয় ও আত্মা— এ চারটি বিষয়ের উন্নতি সাধন করে। আমাদের কলাকৌশল আয়ত্ত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। দুঃখ, জ্বরা, মারী, ধ্বংস ইত্যাদিতে শিক্ষাই আমাদের মনের শক্তি যোগায়। অন্যথায় একদিন সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

প্রকৃত শিক্ষা মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলা ও দৈহিক, মানসিক উন্নতি বিধানে কাজ করে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সে যে কাজ করে থাকে তা তার অর্জিত শিক্ষারই বহিঃপ্রকাশ। উত্তম শিক্ষায় সে হয় মানুষের মতো মানুষ, কৃত্রিম শিক্ষায় হয় অবাঞ্ছিত, অপ্রিয় সমাজের দুষ্টক্ষতের মতো। তাই সক্রেটিস বলেছেন—. "শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার"।

প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই আমরা এরই প্রতিফলন দেখতে চাই। জীবন থেকে মিথ্যা দূর করে সত্যের দ্বীপ শিখা জ্বালাতে প্রকৃত শিক্ষার জুড়ি নেই।

প্রকৃত শিক্ষা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি করে। মানব শিশু শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মার সমষ্টি। তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে আত্মার উন্নতি প্রয়োজন। তার মধ্যে ধর্মভাব জাগাতে শিক্ষাই সক্ষম। মানুষ জন্মগ্রহণ করে আবার প্রকৃতির আমোঘ-নিয়মে মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু কেন এমন হয় তা জানার জন্য সে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ধর্মকর্ম ও পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নে তার কৌতূহল নিবৃত হয়। সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। বস্তুতঃ প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে পশু হতে পার্থক্য দান করেছে।

শিক্ষা আনন্দ দান করে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা শুধু আনন্দ দানই করে না। তা মানুষের রুচিবোধ, আচার-আচরণও উন্নত করে। উন্নত ও সভ্য মানুষ এবং অনুন্নত ও অসভ্য মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সাহায্য করে। এরিস্টটল বলেছেন— "উন্নত ও সভ্য জীবন যাপনের সুন্দর পথ দেখিয়ে দেয় শিক্ষা"। অতএব প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।

"জীবনের অপর নাম সংগ্রাম।" মানুষকে জীবিকা, অর্থ, সম্মান অর্জনের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে গর্ববোধ করলেও শরীরের দাবী অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাকে উদরপূর্তি করতে হয়। ক্ষুধাপীড়িত মানুষের মনে মহৎ কোন চিন্তা স্থান পায় না। তার কাছের জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। সুকান্ত বলেছেন— "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"। এ কথার মাঝেও ক্ষুধার তীব্রতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ অভাবকে সুন্দর ও সাবলীল পন্থায় মিটাতে পারে একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই।

প্রকৃত শিক্ষা জাতি গঠন ও জাতীয় উন্নতিতে সাহায্য করে। সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বশিক্ষিত। একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি সমাজ ও জাতির সম্পদ ও গৌরব। তাঁর কাছে সমাজ ও দেশ অনেক কিছু আশা করে। একটা দেশের অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনের পথে একজন শিক্ষিত লোক প্রকৃতই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। তার স্পর্শে ব্যক্তির বিকাশ ও জাতির প্রয়োজন মিটতে পারে। তিনি সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা একটা জাতিকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে পারেন। অতএব প্রকৃত শিক্ষা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার ধারক ও বাহকরূপেও প্রতিপন্ন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজে খুব কম লোকই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত। বর্তমানে সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার ভিতকে দুর্বল করে ফেলেছে। এখানে মেধা কিংবা মননের বিচার না করে পরীক্ষায় পাশকেই বিদ্যার্জনের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। "পাস করা আর শিক্ষিত হওয়া যে এক কথা নয়।"— এ কথা যেন অনেকেই বুঝতে চান না। ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী পাস করছে বটে, কিন্তু তারা সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদিও কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিদ্যার সুনাম অর্জন করছে তবুও কর্ম সংস্থানের অভাবে তারা দিন দিন জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছে।

অতএব, দেশের সচেতন সবাইকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, বেকারত্ব মুছে ফেলে ন্যায় আর সুন্দরের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই সমাজে সুখ, দেশে শান্তি আসবে।

—মোঃ বাছেদ মিয়া (বাসু)